রোপা আমন মৌসুমে সম্ভাব্য পোকামাকড়ের আক্রমণ ও প্রতিকার

বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- নিয়মিত ধান ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছিলে (ক্ষেতের অধিকাংশ গাছে চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছ ফড়িং বা উভয়ই) পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন। তবে কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	
পাইমেট্রোজিন	প্লেনাম ৫০ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.২ কেজি
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.৩ কেজি
ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০এসএল	১২৫ এমএল
এবামেক্টিন	সানমেক্টিন ১.৮ইসি	১.০ লিটার
এসিফেট	এসাটাফ ৭৫এসপি	৭৫০ গ্রাম
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০এসপি	৫০ গ্রাম
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.০ লিটার
থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ডব্লিউজি	৬০ গ্রাম

পাতা মোড়ানো পোকা

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন ।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫এসপি	১.৭ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি

মাজরা পোকা

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলুন।
- ধান কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- ক্ষেতে মরা ডিগ শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা মরা শিষ শতকরা ৫ ভাগ পাওয়া গেলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	ভির্তাকো ৪০ডব্লিউজি	৭৫ গ্রাম
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.৪ কেজি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.৫ লিটার
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	বেল্ট ২৪ ডব্লিউজি	২০০ গ্রাম

শিষ কাটা লেদা পোকা

- ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে বা নাড়া পুড়িয়ে জমিতে লুকিয়ে থাকা কীড়া ও পুত্তলি মেরে ফেলুন, যার ফলে পরবর্তী মৌসুমে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- দিনের আলোতে লুকিয়ে থাকা পোকাগুলো সন্ধ্যায় ধান গাছে দেখা গেলে ঐ সময় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি

চুঙ্গী পোকা

- আক্রান্ত জমির পানি বের করে দেয়া।
- আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক মথ মেরে ফেলা।
- চুঙ্গিকৃত পাতা নষ্ট করে ফেলা।
- আক্রমণ বেশি হলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০ লিটার
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.০ লিটার

সবুজ পাতা ফড়িং

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা।
- হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা।
- ডালপালা পুঁতে (পার্চিং) পোকা খেকো পাখির সাহায্যে দমন করা।
- সবুজ পাতা ফড়িং ও টুংরো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের চাষ করা।
- শুধুমাত্র প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা। হাতজালের প্রতি টানে যদি একটি পাতা ফড়িং পাওয়া যায় এবং আশে পাশে টুংরো আক্রান্ত ধান গাছ থাকে তাহলে বীজতলা বা জমিতে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০ লিটার
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	১.১২ লিটার

গান্ধি পোকা

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা।
- এলাকায় একই সময়ে জমিতে ধান রোপন করে এ পোকার আক্রমণ কমানো যেতে পারে
- শুধুমাত্র প্রয়োজনে কীটনাশক বোতলে বা প্যাকেটে উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ইসি	১.০ লিটার
ম্যালাথিয়ন	ফাইফানন ৫৭ইসি	১.১২ লিটার

বিঃ দ্রঃ তালিকায় উল্লিখিত কীটনাশক ব্যতীত অন্য অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

- ধান লাগানোর পর রোপা আমন মৌসুমে ৩০ দিন পর্যন্ত পোকার আক্রমণ ব্যতীত কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- ধানের পোকামাকড় দমনের জন্য সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশক যেমন, সাইপারমেথ্রিন, আলফা সাইপারমেথ্রিন, ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন, ফেনভালারেট ব্যবহার করা যাবে না কারণ এ সমস্ত গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহারে ধানের পোকার পুনরাবির্ভাব ঘটাতে পারে এবং এই কীটনাশক গুলো মাছের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া (fish toxicity) সৃষ্টি করে।

(ড. শেখ শামিউল হক)
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি।